158299 - পুরুষের জন্য প্রাকৃতিক রেশমের কাপড় পরা, এর উপর বসা এবং এতে ঘুমানো হারাম

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী বিছানার জন্য রেশমের চাদর কিনতে চায়। আমার জন্য কি সেটার উপর ঘুমানো জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

পুরুষের জন্য যেমন প্রাকৃতিক রেশমের পোশাক পরা জায়েয নেই তেমনিভাবে তার জন্য এর উপর বসা, ঘুমানো বা এটা গায়ে জড়ানো জায়েয নেই। কারণ সহিহ বুখারীতে (৫৮৩৭) হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।"

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: হাদিসের ভাষ্য: "এর উপর বসতে নিষেধ করেছেন" যারা রেশমের উপর বসা নিষিদ্ধ বলেন হাদিসটির এ অংশ তাদের পক্ষে শক্তিশালী দলীল। এটাই অধিকাংশ মাযহাবের অভিমত। ইবনে ওয়াহাব তার জামে' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস বলেন: রেশমের উপর বসার চাইতে জলন্ত অঙ্গারের উপর বসা আমার কাছে প্রিয়।"[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যদি এই বক্তব্যটা না আসত তদুপরি পরা থেকে নিষেধ করা বসা ও গায়ে জড়ানো থেকে নিষেধ করাকেও অন্তর্ভুক্ত করত। আরবী ভাষায় ও ইসলামী শরিয়তে এটাকে পরিধান বলা হয়। যেমন আনাস বলেন: 'আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠে গেলাম যা অধিক পরিধানের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল।' [বুখারী: ৩৮০, মুসলিম: ৬৫৮] বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞাকে অন্তর্ভুক্তকারী সাধারণ শব্দ যদি উদ্ধৃত না হত তদুপরি নিছক কিয়াস এই নিষেধাজ্ঞাকে আবশ্যক করত।"[সমাপ্ত] ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন (২/৩৬৬)]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ তার 'মাজমূ' বইয়ে (৪/৩২১) বলেন:

"পুরুষের জন্য মোটা ও চিকন রেশমের কাপড় পরিধান করা, এর উপরে বসা, এর দিকে ঠেস দেওয়া, এটা দিয়ে আবৃত করা, এটাকে পর্দা হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য সব ধরনের ব্যবহারই হারাম। এতে কোনো মতভেদ নেই। শুধু রাফেয়ী থেকে বর্ণিত একটা বিচ্ছিন্ন মত আছে যে পুরুষের জন্য এর উপরে বসা বৈধ। এ মতটি বাতিল, স্পষ্ট ভুল এবং এই সহীহ হাদীসের বিপরীত। এটাই আমাদের মাযহাব। পরিধানের বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। অন্য বিষয়গুলোকে ইমাম আবু হানীফা জায়েয

বলেছেন। আর হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হয়েছেন: ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম মুহাম্মাদ ও দাউদসহ অন্যান্যরা। আমাদের দলীল হচ্ছে— হুযাইফার হাদীস। তাছাড়া পরিধান করা হারাম হওয়ার কারণটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এবং যেহেতু প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরিধান করা হারাম সেহেতু অন্যান্য বিষয়গুলো হারাম হওয়া আরো বেশি উপযুক্ত।"[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফিকহিয়্যাতে (৫/২৭৮) বর্ণিত আছে:

"নারীদের জন্য রেশমের কাপড়ের বিছানার চাদর ব্যবহার করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহরা একমত। পক্ষান্তরে পুরুষদের জন্য হারাম বলেছেন অধিকাংশ মাযহাবের আলেমগণ; তথা মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরা।"[সমাপ্ত]

শাইখ সালেহ আল-ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "রেশমের তৈরি কম্বল, লেপ ও বিছানার চাদর ব্যবহার করার হুকুম কী?" তিনি উত্তর দেন: "পুরুষদের জন্য রেশমের লেপ ও বিছানার চাদর ব্যবহার করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ পুরুষদের জন্য এটা হারাম করেছেন।"[সমাপ্ত]

[আল-মুন্তাকা মিন ফাতাওয়াল ফাওযান (৭/৯৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জেনে রাখা বাঞ্ছনীয়: হারাম হলো প্রাকৃতিক রেশম; কৃত্রিম রেশম নয়। এ ব্যাপারে জানার জন্য পড়ুন: 30812 নং প্রশ্নোত্তর।

সুতরাং চাদরটা যদি প্রাকৃতিক রেশমের হয়ে থাকে তাহলে আপনার জন্য এর উপর বসা বা ঘুমানো জায়েয হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।